09

তারিখ 2 8 Dec 1996
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ২

সংবাদ

ছাত্রদের শাস্তি ঃ লাঠি পেটা
সূর্যের দিকে মুখ করে রাখা
শিকল পরিয়ে রাখা, গালি দেয়া

ঘটনাস্থল ঃ মুন্সিগঞ্জ কয়রাখোলা মাদ্রাসা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

মুন্সিগঞ্জ জেলার কয়রাখোলা গ্রামের ইসলামিয়া মাদ্রাসায় কোমলমতি ছাত্রদেরকে মধ্যযুগীয় কায়দায় শাস্তি দিয়ে লেখাপড়া শেখানো হচ্ছে। শাস্তির মধ্যে রয়েছে ঃ হাতে-পায়ে শেকল পরিয়ে রাখা, বেত দিয়ে নির্মমভাবে পেটানো, সূর্যের দিকে মুখ করে রাখা ও মাটিতে হাঁটু গেড়ে রাখা, গালি দেয়া। কোমলমতি ছাত্রদের অভিভাবকরা মনে করেন তাদের সন্তানদের 'ভালর' জন্যই এসব শাস্তি দেয়া হচ্ছে। পুলিশ বলেছে, এ ব্যাপারে তাদের কাছে কেউ মামলা দায়ের করেনি। এজন্য তাদের কিছু করার নেই। সম্প্রতি বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদের প্রতিনিধি খান মোঃ রুস্তম আলী সরজমিনে অনুসন্ধান করে ওপরের তথ্যগুলো পেয়েছেন।

অনুসন্ধানশেষে মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ প্রতিনিধি জানান ঃ মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান থানায় অবস্থিত কয়রাখোলা গ্রাম। ঢাকা থেকে প্রথমে লঞ্চে তালতলায়, সেখান থেকে বেবিট্যাক্সিতে যেতে হয় সিরাজদিখান এবং সিরাজদিখান থেকে নৌকায় যেতে হয় ভাষানচর। ভাষানচর থেকে আনুমানিক ৬/৭ মাইল পায়ে হেঁটে যেতে হয় কয়রাখোলা গ্রামে। গ্রামটির চারদিকে নদী। কোন যানবাহন নেই, কোন রাস্তা নেই। চরের মধ্য দিয়ে যেতে হয় পায়ে হেঁটে। এখানে কোন বিদ্যুৎ নেই। কোন ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। তাই এই গ্রামে উন্নয়নের কোন ছোঁয়া স্পর্শ করেনি। এখানে বসবাস করে নিভৃত পল্লীর খেটে খাওয়া সরল সোজা নিরীহ মানুষ।

ঘটনাস্থল ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৩

ঘটনাস্থল ঃ কয়রাখোলা মাদ্রাসা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষিত লোকের হার অন্যান্য এলাকার তুলনায় খুবই কম। যেটুকু আছে তা শুধু ধর্মীয় শিক্ষা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যা দেখা যায় তা হলো সরকারি অনুদান, অনুমতি ছাড়া মাদ্রাসা। বিভিন্ন স্থান থেকে আগত শুধু ধর্মীয় শিক্ষক দিয়ে এগুলো পরিচালিত। তারই একটি এই কয়রাখোলা ইসলামীয়া মাদ্রাসা। ৪০/৫০ জন ছাত্র এই মাদ্রাসায় পড়ালেখা করে। কিন্তু কঠোর শাস্তির মাধ্যমে কোমলমতি ছোট ছোট বাচ্চাকে বিভিন্ন রকমের মধ্যযুগীয় শাস্তি দিয়ে তাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়। গত ১২ থেকে ১৯শে নভেম্বর পর্যন্ত ৭ বছরের শিশু নূর উদ্দিনকে মধ্যযুগীয় শাস্তি দেয়া হয়। তার হাতে ও পায়ে লোহার শিকল দিয়ে ডান্ডাবেড়ি ও শিকলের সঙ্গে ৫/৭ কেজি ওজনের কাঠের টুকরো বেঁধে দেয়া হয়েছিল। ঐ অবস্থায় ছেলেটি খাওয়া, পরা, গোসল, ঘুম এমনকি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেলেও ঐ শিকল ও কাঠের টুকরোসহ যেতে হতো। এসব শাস্তির কথা ছাত্রদের বাবা-মাও জানেন। এসব অমানবিক শাস্তি দিলে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য মঙ্গলজনক হবে বলেই তারা মনে করেন। গ্রামের সরল-সোজা নিরীহ লোকজনও এই বিধানের বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য করেন না।

মাদ্রাসা ছাত্রদের বক্তব্য

মোঃ ইমান উল্লা ৮ মাস যাবৎ এই মাদ্রাসায় পড়াশুনা করছে। তাকে হুজুররা মারেন কিনা জিজ্ঞাসা করলে সে অশ্রুসজল চোখে তাকিয়ে থাকে। পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা হুজুরের ভয়ে সে কিছু বলতে চায় না। পড়াশুনা না হলে হুজুরেরা কি কি শাস্তি দেয়? জিজ্ঞাসা করলে সে জানায়, 'বেত দিয়ে মারে, সূর্যের দিকে মুখ করে রাখে, মাটিতে হাঁটু গেড়ে রাখে।' বলতে বলতে হুজুরের দিকে তাকিয়ে সে চুপ হয়ে যায়।

মোঃ ইসমাইল ও মোঃ আবদুর রহমান জানায়, 'পড়া না হলে শাহাজাদা হুজুর বেত দিয়ে খুব মারে, কানে থাপ্পর দেয়, সূর্যের দিকে মুখ করে রাখে, আর যারা দুষ্টামি করে তাদেরকে শিকল পরিয়ে রাখে। মনছুর আলী হুজুর, কুত্তার বাচ্চা, শুয়োরের বাচ্চা বলে বকা দেয়। ওয়ালি উল্লাহ হুজুর গা টিপে নেয়। হুজুরেরা যা বলে আমাদেরকে তাই শুনতে হয়।'

মাদ্রাসা শিক্ষকদের বক্তব্য

মাদ্রাসার শিক্ষক হাফেজ মোঃ শাহাজাদার সঙ্গে এই প্রতিনিধি কথা বলেন। তিনি জানান, 'আমরা যে ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষা দেই, সেটাই হচ্ছে বাচ্চাদেরকে শিক্ষা দেয়ার ভাল পদ্ধতি। এসব কড়া শাসন ছাড়া বাচ্চাদেরকে শিক্ষা দেয়া সম্ভব নয়।'

মাদ্রাসার সেক্রেটারি

কয়রাখোলা ইসলামিয়া মাদ্রাসার সেক্রেটারি মনির হোসেন জানান, আমরা এই কঠিন শাস্তির বিধান রেখেছি দুষ্ট ছেলেদের জন্য। দুষ্ট ছেলেদেরকে পড়া-লেখায় মনোযোগী হওয়ার জন্য এ ধরনের শাস্তির দরকার আছে। তিনি আরও জানান, এই এলাকায় যত মাদ্রাসা আছে, সব মাদ্রাসায় এসব শাস্তির ব্যবস্থা আছে।

গ্রামবাসীর বক্তব্য

কংশপুরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নূর মোহাম্মদ জানান, যেকোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমান-যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা থাকা উচিত। কিন্তু আমাদের এলাকায় তথা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সরল প্রাণ মানুষেরা ধর্মীয় উন্মাদনায় বিভিন্ন প্রকার মাদ্রাসা স্থাপন করেছে যা কোন সরকারি কিংবা সময়োপযোগী শিক্ষাদান পদ্ধতি বা ব্যবস্থার আওতায় নয়। তাই কিছুসংখ্যক তথাকথিত আরবী 'শিক্ষিত' মৌলভীরা নিজেদের খেয়াল খুশিমত ব্যবস্থার মাধ্যমে মধ্যযুগীয় কায়দায় শিক্ষাদান ও শাস্তিদান পদ্ধতি চালু রেখে শিক্ষাদানের নামে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের আতংকগ্রস্ত করে, শিক্ষা থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে শিক্ষার প্রসার তো ঘটবেই না বরং অনেক ছেলেমেয়েই শিক্ষা থেকে দূরে সরে পড়বে।

অতএব, এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে তার জন্য আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

সিরাজদিখান থানার পুলিশের বক্তব্য

সিরাজদিখান থানার সহকারী দারোগা আবুল কালাম বলেন, 'আমি সিরাজদিখান থানায় নতুন এসেছি, তাই এ ব্যাপারে কিছু জানি না। মুন্সি হালিম বলেন, 'আমরা ঘটনার কথা খবরের কাগজ দেখে জেনেছি। তবে আমাদের কাছে কেউ মামলা করেনি। মামলা না করলে আমাদের করার কিছু নেই।'